গাংনীতে বোমা সদৃশ বস্তু ও চিরকুট উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় বোমা সদৃশ একটি বস্তু ও রহস্যজনক চিরকুট উদ্ধার করেছে পুলিশ। রবিবার সকালে উপজেলার চর গোয়াল গ্রামের মাথাভাঙ্গা নদীর তীরে এ ঘটনা ঘটে। ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সকালে নদীর পাড়ে একটি পরিত্যক্ত বস্তু পড়ে থাকতে দেখে এলাকাবাসীর সন্দেহ হয়। পরে সেটি কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করলে বোমা সদৃশ মনে হওয়ায় এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। বিষয়টি দ্রুত গাংনী থানা পুলিশকে জানানো হয়।

খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে বোমা সদৃশ বস্তুটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। একই সঙ্গে একটি রহস্যজনক চিরকুটও উদ্ধার করা হয়, যা বস্তুটির সঙ্গে পলিথিনে মোড়ানো অবস্থায় ছিল। নিরাপত্তাজনিত কারণে ঘটনাস্থলে সেটি খোলা হয়নি। ফলে চিরকুটে কী লেখা রয়েছে, তা এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

গাংনী থানার ওসি (তদন্ত) আল মামুন জানান, সংবাদ পাওয়ার পর পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে বোমা সদৃশ বস্তু ও চিরকুট উদ্ধার করেছে। বিষয়টি গুরুত্বসহকারে তদন্ত করা হচ্ছে।

দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী পরিবারের একমাত্র সম্বল চুরি: অনাহারে দিন কাটছে লতিবের

“মানুষের দুঃখ যত গভীর, ততই নীরব হয়ে যায় তার আর্তনাদ” এমনই এক নীরব কষ্ট বয়ে বেড়াচ্ছেন মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার রাধাগোবিন্দপুর ধলা গ্রামের আব্দুল লতিব।

পরিবারের চার সদস্যের মধ্যে স্ত্রী ও দুই ছেলেসহ তিনজনই দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী। একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি ছিলেন লতিব নিজেই।

দীর্ঘ প্রায় ২০ বছর ধরে পায়ে চালিত ভ্যান চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে আসছিলেন তিনি। বয়স ও শারীরিক অসুস্থতার কারণে কয়েক মাস আগে একটি এনজিও থেকে ঋণ নিয়ে একটি ব্যাটারিচালিত পাখিভ্যান কিনেছিলেন। কিন্তু ঋণের কিস্তি শেষ হওয়ার আগেই গত ২৮ এপ্রিল দিবাগত রাতে চোরের দল তার বাড়ি থেকে ভ্যানটি চুরি করে নিয়ে যায়।

এর ফলে একদিকে ঋণের চাপ, অন্যদিকে পরিবারের খাদ্যসংকটে পড়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন তিনি। বর্তমানে অনাহারে-অর্ধাহারে দিন কাটছে পুরো পরিবারটির।

আব্দুল লতিব বলেন, “আমাদের পরিবারের সবাই কোনো না কোনোভাবে প্রতিবন্ধী। ভ্যানটা ছিল বলে কোনোভাবে খেয়ে-পরে বেঁচে ছিলাম। এখন একবেলা খেলে অন্যবেলা না খেয়ে থাকতে হয়। এই কষ্টের কথা এখন কাকে বলব?”

একই গ্রামের বাসিন্দা আরোজ আলী বলেন, “লতিব ভাই অনেক কষ্ট করে সংসার চালাতেন। তাদের দেখার মতো আর কেউ নেই। ভ্যানটাই ছিল তাদের একমাত্র ভরসা। এটি চুরি হওয়ায় তারা এখন খুবই মানবেতর জীবনযাপন করছেন। আমরা চাই প্রশাসন দ্রুত তার পাশে দাঁড়াক।”

স্থানীয়রা জানান, একটি ঝুপড়ি ঘরে পরিবারটি বসবাস করে। বৃষ্টি হলে ঘরে পানি ঢোকে এবং ঝড়ের সময় ঘর ভেঙে পড়ার আশঙ্কা থাকে। কর্মসংস্থান হারিয়ে পরিবারটি এখন পুরোপুরি অন্যের সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। কিন্তু সহায়তা পাওয়াটাও যেন দুর্লভ হয়ে উঠেছে।

কাথুলী ইউনিয়ন পরিষদের ৫ নম্বর ওয়ার্ড সদস্য মোঃ ফারুক হোসেন জানান, “লতিবের পরিবারের তিন সদস্যই দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী। তাদের দেখাশোনা করার মতো কেউ নেই। ভ্যানটিই ছিল তাদের বেঁচে থাকার একমাত্র ভরসা। ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে তাদের সহায়তার চেষ্টা চলছে।”

গাংনী থানার ওসি (তদন্ত) আল মামুন বলেন, ভ্যানটি উদ্ধারের জন্য পুলিশের বিশেষ সোর্স নিয়োগ করা হয়েছে এবং সর্বোচ্চ চেষ্টা চলছে।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আনোয়ার হোসেন জানান, “ঘটনাটি অত্যন্ত দুঃখজনক। উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে দ্রুত সময়ের মধ্যে পরিবারটিকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হবে।”

গণভোটের রায় বাস্তবায়নের দাবিতে মেহেরপুরে ১১ দলের গণমিছিল

গণভোটের রায় বাস্তবায়ন, জ্বালানি সংকট নিরসন, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ও সার্বিক জনদুর্ভোগ লাঘবের দাবিতে মেহেরপুরে ১১ দলের উদ্যোগে গণমিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার (২ মে) বিকেলে এ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এ সময় শহরের শহীদ শামসুজ্জোহা পার্ক থেকে একটি গণমিছিল বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় প্রাঙ্গণে গিয়ে শেষ হয়।

পরে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য মোঃ তাজ উদ্দিন খান।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর-২ আসনের সংসদ সদস্য মোঃ নাজমুল হুদা, জেলা জামায়াতে ইসলামীর সূরা কমিটির সদস্য ও সেক্রেটারি মোঃ ইকবাল হুসাইন, জেলা রাজনৈতিক সেক্রেটারি রুহুল আমিন, সদর উপজেলা আমির সোহেল রানা, সদর উপজেলা সেক্রেটারি জাব্বারুল ইসলামসহ অন্যান্য নেতাকর্মীরা।

মেহেরপুরে নতুন কুঁড়ি স্পোর্টস’র উদ্বোধন

শিশু-কিশোরদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের লক্ষ্যে প্রতিভা অন্বেষণ কর্মসূচি ‘নতুন কুঁড়ি স্পোর্টস’র সারা দেশের ন্যায় মেহেরপুরেও উদ্বোধন করা হয়েছে।

“ক্রীড়া হলে পেশা, পরিবার পাবে ভরসা” এই স্লোগানকে সামনে রেখে শনিবার বিকেলে মেহেরপুর জেলা স্টেডিয়ামে ভার্চুয়ালি এ কর্মসূচির উদ্বোধন ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান।

এ সময় মেহেরপুরে বেলুন উড়িয়ে কর্মসূচির উদ্বোধন করেন মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য তাজ উদ্দীন খান, পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) তরিকুল ইসলাম, জেলা বিএনপির সভাপতি ও জেলা পরিষদের প্রশাসক জাবেদ মাসুদ মিল্টন, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মোঃ খায়রুল ইসলাম, জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান এবং পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাসসহ অন্যান্যরা।

সারা দেশের মতো মেহেরপুরেও এই কর্মসূচির মাধ্যমে শিশু-কিশোরদের মধ্য থেকে প্রতিভা অন্বেষণের কার্যক্রম শুরু হলো। আশির দশকের জনপ্রিয় প্রতিভা অন্বেষণ কর্মসূচি ‘নতুন কুঁড়ি’র ধারাবাহিকতায় এবার ইউনিয়ন ও সিটি করপোরেশনের ওয়ার্ড পর্যায় থেকে এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

১২ থেকে ১৪ বছর বয়সী শিশু-কিশোরদের সুপ্ত ক্রীড়া প্রতিভা খুঁজে বের করা, বাছাই করা এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে তাদের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি করাই এ কর্মসূচির মূল লক্ষ্য।

গাংনীতে শিশু ধর্ষণ চেষ্টা

মামলার পলাতক আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় শিশু ধর্ষণ চেষ্টা মামলার পলাতক আসামি শাকিল আহমেদ (২৮) কে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। শাকিল আহমেদ গাংনী উপজেলার রামনগর গ্রামের বাগানপাড়া এলাকার মইদুল ইসলােমের ছেলে।

গাংনীর বামন্দী পুলিশ ক্যাম্পের একটি টিম শনিবার (০২ মে) বেলা ১১টার দিকে রামনগর বাজারে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করে।

শাকিলের বিরুদ্ধে চতুর্থ শ্রেণির এক মাদ্রাসা শিক্ষর্থীকে অপহরণ ও ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগে মামলা রয়েছে।

এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন বামন্দী পুলিশ কযাম্প ইনচার্জ পুলিশের উপ-পরিদর্শক শযামা পদ।

ওই ছাত্রী গত ২ এপ্রিল সকালে মাদ্রাসাতে কোরআন পড়তে যাচ্ছিল। পথের মধ্যে তাকে জোর করে মুখ চেপে ধরে নিয়ে পার্শ্ববর্তী একটি গোরস্থানের মধ্যে নিয়ে ধর্ষণের চেষ্টা চালায় শাকিল।

এসময় ওই শিশুটির চিৎকারে স্থানীয়রা ছুটে আসলে সে পালিয়ে যায়।

এঘটনায় শিশুটির মা বাদী হয়ে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে ২০০০ (সংশোধনী ২০০৩) এর ৭/৩০ ধারায় মামলাটি দায়ের করেন।
মামলার পর থেকেই পলাতক ছিলেন শাকিল আহমেদ।

গাংনী থানার তদন্ত অফিসার আল মামুন এই তথ্য নিশ্চিত করে বলেছেন গ্রেপ্তর শাকিলকে দুপুরে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

মেহেরপুরে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের মে দিবস পালন

মেহেরপুর জেলা শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের উদ্যোগে শোভাযাত্রা ও

সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

দিবসটি উপলক্ষে আয়োজিত শোভাযাত্রা শেষে সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন, জেলা শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি আব্দুর রউফ মকল। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা নায়েবে আমীর মহাবুব উল আলম।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন, জেলা রাজনৈতিক সেক্রেটারি রুহুল আমিন, পৌর আমীর সোহেল রানা ডলার, সহ-সভাপতি শাকিল হোসেন সাব্বির, সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম লিটন, সহ-সাধারণ সম্পাদক সাদেকুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক তাওফিকুল ইসলাম, শ্রমিক নেতা আবুল হোসেনসহ ফেডারেশনের নেতাকর্মীরা।

সমাবেশ শেষে জেলা প্রশাসনের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) তরিকুল ইসলামের হাতে একটি স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। পরে সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মেহেরপুরে বিএনপির উদ্যোগে মহান মে দিবস পালন

মহান মে দিবস উপলক্ষে মেহেরপুরে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির উদ্যোগে বর্ণাঢ্য মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শুক্রবার সকালে জেলা বিএনপির সভাপতি ও জেলা পরিষদের প্রশাসক জাবেদ মাসুদ মিল্টন এবং সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসানের নেতৃত্বে মিছিলটি কোর্ট রোড থেকে শুরু হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে জেলা বিএনপির কার্যালয়ে গিয়ে শেষ হয়।

মিছিলে জেলা, উপজেলা ও পৌর বিএনপি এবং অঙ্গসংগঠনের বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী অংশ নেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ওমর ফারুক লিটন, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি মোঃ আমিরুল ইসলাম, সদর

উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ, সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম, পৌর বিএনপির সভাপতি আব্দুল লতিফ, সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট এহান উদ্দিন মনা, জেলা জাসাসের সদস্য সচিব বাকাবিল্লাহসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

মেহেরপুরে সিপিবির উদ্যোগে মহান মে দিবস পালন

মেহেরপুরে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) জেলা কমিটির উদ্যোগে মহান মে দিবস পালিত হয়েছে।

দিবসটি উপলক্ষে জাতীয় সংগীত ও ইন্টারন্যাশনাল সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে কর্মসূচির সূচনা করা হয়। পরে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তারা শ্রমিক শ্রেণির অধিকার ও বর্তমান প্রেক্ষাপটে তাদের করণীয় বিষয়ে বক্তব্য দেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, সিপিবি মেহেরপুর জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক শহিদুল ইসলাম কানন, সহ-সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট মিজানুর রহমান, শহিদুল ইসলাম, মনিরুল ইসলাম, রফিকুল ইসলাম, মকলেছুর রহমান, ঝন্টু, ঊষা, মাহফুজসহ অনেকে।

বক্তারা তাদের বক্তব্যে বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সরকারের করা চুক্তি বাতিল না হলে শ্রমিক আন্দোলনের মাধ্যমে তা প্রতিহত করা হবে। তারা সাম্প্রতিক ৩৫ হাজার কোটি টাকার ১৪টি বোয়িং বিমান ক্রয় চুক্তি বাতিল করে সেই অর্থ দিয়ে ৩৫ লাখ বেকারের কর্মসংস্থানের জন্য শিল্প-কারখানা স্থাপন ও এ খাতে বিনিয়োগের দাবি জানান।

এছাড়া কৃষক-শ্রমিকসহ সাধারণ জনগণকে দেশবিরোধী চুক্তি বাতিলের দাবিতে সোচ্চার হয়ে রাজপথে আন্দোলনে নামার আহ্বান জানান বক্তারা।

মেহেরপুরে বর্ণাঢ্য আয়োজনে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস পালিত

মেহেরপুরে যথাযোগ্য মর্যাদা ও উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে পালিত হয়েছে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস। দিবসটি উপলক্ষ্যে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

আজ শুক্রবার সকালে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে পুনরায় একই স্থানে এসে শেষ হয়। পরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) তরিকুল ইসলাম।

সভায় বক্তব্য দেন, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খায়রুল ইসলাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক সীরাজুম মূনীর, সম্মিলিত পেশাজীবী পরিষদের সভাপতি আল আমিন বকুল, মটর শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মতিয়ার রহমান ও সাংগঠনিক সম্পাদক রমিজ উদ্দিনসহ অন্যান্যরা।

অন্যদিকে, মেহেরপুর জেলা মটর শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি পুরাতন বাসস্ট্যান্ড থেকে বের হয়ে ভূমি অফিস পাড়া প্রদক্ষিণ করে পুনরায় একই স্থানে এসে শেষ হয়। র্যালি শেষে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি আহসান হাবিব সোনা।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মতিয়ার রহমান, কার্যকরী সভাপতি খন্দকার সাজু, যুগ্ম সম্পাদক এরশাদ আলী, সাংগঠনিক সম্পাদক রমিজ উদ্দিনসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

রাজনীতিতে এসব কী ভাষা!

সাম্প্রতিক সময়ে রাজনৈতিক অঙ্গনে এক উদ্বেগজনক এবং নজিরবিহীন প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে। রাজনীতিতে আদর্শ, যুক্তি আর জনকল্যাণের বিতর্কের জায়গাটি ক্রমেই দখল করে নিচ্ছে কুরুচিপূর্ণ আক্রমণ, ব্যক্তিগত কাদা-ছোড়াছুড়ি এবং চরম অশ্লীল ভাষা।

সম্প্রতি গত ৩০ মে শনিবার মেহেরপুরের গাংনীতে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের শাহাদৎ বার্ষিকী পালন উপলক্ষে এক সমাবেশে অশালীন ও কুরুচিকর বক্তব্য দেন বিএনপি নেতা আসাদুজ্জামান বাবলু।

সেখানে যে ধরনের অশালীন ও কুরুচিপূর্ণ ভাষা তিনি ব্যবহার করেছেন তা সচেতন সমাজকে স্তব্ধ ও লজ্জিত করেছে।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বাগাড়ম্বর বা তীব্র রাজনৈতিক বিরোধিতা নতুন কিছু নয়। কিন্তু বিরোধিতার নামে প্রকাশ্য জনসভায় অশ্লীল শব্দচয়ন, প্রতিপক্ষকে নোংরা ভাষায় আক্রমণ কিংবা নারীর প্রতি অবমাননাকর মন্তব্য কোনো সুস্থ রাজনৈতিক সংস্কৃতির অংশ হতে পারে না। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, এই ধরনের আচরণ এখন আর কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং এক শ্রেণির নেতার নিয়মিত অভ্যাসে পরিণত হয়েছে।

অবক্ষয়ের শেষ সীমা কোথায়?

একজন রাজনৈতিক নেতা যখন মঞ্চে দাঁড়ান, তখন তিনি কেবল নিজের দলের প্রতিনিধিত্ব করেন না, বরং তরুণ সমাজ এবং সাধারণ মানুষের কাছে একটি বার্তা পৌঁছে দেন। জনসভার সামনে দাঁড়িয়ে যখন প্রকাশ্য মাইকে অশালীন শব্দ উচ্চারণ করা হয়, তখন তা শুধু রাজনৈতিক পরিবেশকেই বিষাক্ত করে না, বরং গোটা সমাজের নৈতিক ভিত্তিকে ধসিয়ে দেয়। প্রশ্ন উঠছে, আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো তাদের কর্মীদের এবং নেতাদের ন্যূনতম আচরণবিধি শেখাতে কেন ব্যর্থ হচ্ছে? ক্ষমতার দাপট বা প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার অন্ধ মোহ কি আমাদের ন্যূনতম সৌজন্যবোধকেও গ্রাস করে নিয়েছে?

বিষাক্ত হচ্ছে তরুণ সমাজ

রাজনীতির মাঠ থেকে আসা এই নোংরা ভাষা গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের কল্যাণে মুহূর্তেই ছড়িয়ে পড়ছে সাধারণ মানুষের

মুঠোফোনে। এর সবচেয়ে বড় শিকার হচ্ছে কিশোর ও তরুণ প্রজন্ম। তারা যখন দেখে সমাজের তথাকথিত ‘নেতারা’ কোনো জবাবদিহিতা ছাড়াই অনায়াসে এসব ভাষা ব্যবহার করছেন, তখন তারা একেই স্বাভাবিক বলে ধরে নিচ্ছে। এটি আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক শিক্ষার পরিপন্থী।

রাজনৈতিক দলগুলোর নীরবতা ও দায়

সবচেয়ে বড় আশঙ্কার বিষয় হলো, দলের শীর্ষস্থানীয় কোনো নেতার মুখ থেকে এমন কুরুচিপূর্ণ বক্তব্য আসার পর দলের পক্ষ থেকে সাধারণত কোনো কঠোর ব্যবস্থা নিতে দেখা যায় না। উল্টো অনেক সময় একে ‘স্লিপ অফ টাং’ বা ‘কথার কথা’ বলে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। এই ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক নীরবতা বা পরোক্ষ প্রশ্রয়ই অন্য নেতাদের আরও বেপরোয়া করে তুলছে।

রাজনীতি হোক যুক্তির, মতাদর্শের এবং সুস্থ প্রতিযোগিতার। কাদা- ছোড়াছুড়ি আর অশ্লীলতা দিয়ে সাময়িক করতালি পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে তা পুরো জাতিকে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেয়। রাজনৈতিক নেতৃত্বকে মনে রাখতে হবে, ভাষার পবিত্রতা রক্ষা করা তাদেরও দায়িত্ব। এই নোংরা সংস্কৃতির অবসান এখনই প্রয়োজন।